জামায়াতে ইসলামী'র স্বরূপ-৮

আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক

এই লেখাটি যখন লিখছি তখন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ তাদের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী করে নিয়েছে। তাদের দলের নামের মধ্যে বাংলাদেশ আগেও ছিল এখনও আছে। তবে পার্থক্য হল ইতিপূর্বে বাংলাদেশ ছিল পরে এখন এলো আগে। পেছনে থাকা কোন ব্যক্তিকে ক্রসফায়ারে মারতে হলে তাকে বন্দুকের নলের সামনে আনতে হয়। জামায়াতে ইসলামী পেছন থেকে টেনে বাংলাদেশকে সে উদ্দেশ্যেই সামনে আনলো কি না কে জানে। পত্রিকায় দেখলাম, তারা নাকি বাংলাদেশের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমার কাছে এটা একটা সুখবর নয় বরং ভয়ংকর ঘটনা বলেই মনে হয়েছে। হলিউড বা বলিউডের পুরুষ খলনায়ক যখন বোরখা পরে তখন তাকে দেখতে পুরুষ নয়, মহিলার মতই মনে হয়। তার উপর মেকআপ করলে তো আর কথাই নেই। বোরখা পরা সেই মহিলা খলনায়ক সুযোগ এলেই বোরখা খুলে পরিপূর্ণ পুরুষ বনে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে ফেলে অনায়াসে। বোরখা পরা অবস্থায় ধারনকৃত সিসিটিভি ক্যামরা তাকে মহিলা হিসেবেই শো করে। এই ঘটনাটি আমার কাছে ভয়ংকর এজন্য যে, এখনকার পত্র-পত্রিকার তথ্যগুলো সংরক্ষণ করে এক শতাব্দি পরে যদি কেউ বাংলাদেশের বর্তমান ইতিহাস লিখতে শুরু করে তবে তিনি অবশ্যই জামায়াতকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের দলই লিখবেন এবং জামায়াত কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আজকের এই স্বীকৃতি তখন প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের চরম বিকৃতি হিসেবেই পরিগণিত হবে। কয়েকমাস আগেও যারা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকে ব্যঙ্গ করে গৃহযুদ্ধ বলেছে, কয়েক মাস পরে এসেই সেই তারাই আবার মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকৃতি দিয়ে একেবারে ভালো মানুষ হওয়ার অভিনয় করছে! এ রকম আচরণ জামায়াতীদেরই মানায় ভালো। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য এহেন হঠকারিতা একেবারে বেমানান। চট্টগ্রাম প্যারেড ময়দানে হাজার হাজার মানুষের মাহফিলে দরজা কণ্ঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'ইয়ানবী সালামু আলাইকা' বলে মীলাদ শরীফ পাঠকারী দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর ক্যাসেট এখনও মানুষের ঘরে সংরক্ষিত আছে। অথচ মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে ঐ সাঈদী এখন ফতোয়া দিচ্ছে মীলাদ কিয়াম বেদআত, হারাম নাজায়েজ!!! এরকম আচরণের বাণ্যিজিক নাম জামায়াতী চরিত্র! সকালে যা ভালো বিকেলে বলে কালো। সূরা বাকারার ১৪নং আয়াতের আলোকে সাঈদীদের এ ধরণের আচরণকে ভেজালহীন মুনাফেকী বলা চলে। সাঈদীদের জামায়াতী ধর্মে পবিত্র মীলাদ শরীফ এক সময় পূণ্যের কাজ ছিল আর এখন তা বর্জনীয় বেদআত। জামায়াতীরা যে ধর্ম চর্চা করে সে ধর্মটি তাঁদের এতই অনুগত যে, তাদের সামান্য ইশারায় ধর্মটি তার পূণ্যময় কাজকে পরিত্যক্ত গুনাহর কাজ বলে ঘোষণা দেয়। ইসলাম ধর্ম কিন্তু সে রকম নয়। কোন রক্তচক্ষুই এই ধর্মের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কোন বিধান পরিবর্তন করতে পারে না। তাই আল্লাহ পাক বলেন, লা তাবদীলা লিকালিমাতিল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন নাই। আগে যা, এখনও তা এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। এটাও ইসলামের সত্যতার অন্যতম দলীল। কিন্তু জামায়াতী ধর্ম প্যারেড ময়দানে যা বলে পল্টনে বলে তার উল্টোটা। সিলেটে যা বলে কুমিল্লায় তার বিপরীত। আগে যা বলে পরে তার গরমিল। এক বছর আগে যা ছিল জায়েজ এখন তা হারাম। নারী নেতৃত্ব তাদের কাছে আগে ছিল হারাম এখন বড্ড আরাম। ক্ষনে ক্ষনে রূপ পরিবর্তন করার অসাধারণ দক্ষতা আছে জামায়াতে ইসলামীর। কিশোর বয়সে যখন গ্রামে থাকতাম তখন বাঁশ ঝড়ের কাছে সাঁপের খোলস পড়ে থাকতে দেখতাম। আর মধ্য বয়সে এসে জামায়াতে ইসলামীকে দেখছি সাপের মত রাজনীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে বারবার খোলস পরিবর্তন করতে। জামায়াতী রাজনীতির আরও কত রহস্য সামনে আছে কে জানে। যাক, এবার আসল কথায় আসি। রূপ পরিবর্তন করে নতুন রূপ গ্রহণ করার পুরাতন অভ্যাস থেকেই হয়তো মি. মওদুদী হাদীসের পুরাতন সম্ভার বাদ দিয়ে নতুন হাদীস খোঁজ করেছে। বিতাড়িত আলোচনায় যাবার পূর্বে আসুন, তানকীহাত-এ উদ্ধৃত মি. মওদুদীর একটি উক্তি লক্ষ্য করি- প্রথমে উর্দুতে এবং পরে বাংলায়- কুরআন ও

ছুন্নতে রাসূল কি তা'লীম ছব পর মুক্বাদ্দাস হ্যাঁয়।
মগর তাফসীর ও হাদীসকে কে পুরানে জখীরে ছে নেহী

তানকীহাত পৃষ্ঠা : ১১৪

"কোরআন ও সুন্নাতে রাসূলের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে সবার আগে। তবে তাফসীর ও হাদীসের পুরাতন ভাণ্ডার থেকে নয়।" পাঠকবৃন্দ, বুর্জুগানে দ্বীনের সমালোচনার ক্ষেত্রে সর্বকালের সর্বস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ চ্যাম্পিয়নের নির্বাচন হলে মওদুদীর নাম এক নম্বরে থাকবে। আলোচ্য কথাটিও তার এ রকম প্রমাণই

বহন করে। পূর্ব যুগে যারা পবিত্র কোরআন ও হাদীসের উপর খেদমত করেছেন তাদের সেই সকল খেদমতের কোন দামই বুঝি মওদুদীর কাছে নেই। তার মতে কোরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা সবার আগে গ্রহণ করতে হবে। তবে এ যাবৎকালে তাকসীর ও হাদীসের যত কিতাব লিখা হয়েছে পুরাতন সেই কিতাবগুলোতে কোরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা নেই। তাহলে প্রশ্ন জাগে কোরআনে কারীমের প্রকৃত শিক্ষা কোথা থেকে নিতে হবে? সুন্নাতে রাসূলের প্রকৃত শিক্ষা কোথা থেকে নিতে হবে। মুসলিম উম্মাহর কাছে এ দু'টি বড় প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর মওদুদী খুব সহজেই সাজিয়ে রেখেছে এবং তা হল তাফহীমুল কোরআন। অর্থাৎ মওদুদীর লিখিত তাফহীমুল কোরআন ছাড়া এ যাবৎকালে লিখিত পৃথিবীর লক্ষাধিক তাফসীর গ্রন্থের কোনটিই পবিত্র কোরআনের সঠিক শিক্ষা দিতে পারে না! কোরআনের সঠিক শিক্ষা দিতে পারে একমাত্র তাফহীমুল কোরআন যার রচয়িতা জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মি. মওদুদী! এই হল প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

তবে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এত সহজ নয়। বরং অত্যন্ত কঠিন। কারণ ঐ প্রশ্নের মধ্যে পৃথিবীর সকল অন্ধকার লুকায়িত আছে। কেনা এক কবি তার প্রেমিকার কালো চুলকে বিদিশার অন্ধকার রাত্রির সাথে তুলনা করে পরিতৃপ্তিবোধ করেছেন এভাবে চুলতার কবেকার বিদিশার নিশা। তবে মওদুদীর কথা থেকে জন্ম নেয়া দ্বিতীয় প্রশ্নের মধ্যে যে অন্ধকার লুকায়িত আছে তাকে জাহান্নামের অন্ধকারের সাথে তুলনা করলেও কম বলা হবে। সেই অন্ধকার আবিস্কার করার জন্য মওদুদীর বক্তব্যের শেষাংশটি আরও একবার লক্ষ্য করুন-

"মগর তাফসীর ও হাদীসকে পুরানে জখীরে ছে নেহী"

অর্থাৎ তাফসীর ও হাদীসের পুরাতন ভাণ্ডার থেকে নয়।

সম্মানিত পাঠক, তাফসীরের পুরাতন ভাণ্ডার বাদ দিয়ে নতুনভাবে তাফসীর গ্রন্থ লেখা যায়। কিন্তু হাদীসের পুরাতন ভাণ্ডার বাদ দিয়ে নতুন হাদীস তৈরি করা যায় না। কারণ, হাদীসের পুরাতন ভাণ্ডার বাদ দিয়ে নতুন হাদসি তৈরি করলে তাকে জাল হাদীস বলা হবে। তাহলে হাদীসের পুরাতন ভাণ্ডার বাদ দিয়ে কোন অজানা (!) উৎস থেকে সুন্নাতে রাসূলের শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছে মি. মওদুদী? এই অজানা উৎসটাই অন্ধকারে ভরা। নতুন হাদীসের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে একজন নতুন নবী আবিস্কারের জন্যই কি জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মি.মওদুদীর এ প্রয়াস!